আমন ধান ঘরে তোলার মুহূর্তে ঠাকুরগাঁওয়ে শিলাবৃষ্টি, বিপাকে কৃষক

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 11 November 2026, 07:40 PM | বিভাগ: সারাদেশ



আমন ধান কাটার ভরা মৌসুমে হঠাৎ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে কিছুটা বিপাকে পড়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের কৃষকেরা।

বুধবার (১১ নভম্বের) সন্ধ্যার পর জলোর রাণীশংকলৈ, বালয়িাডাঙ্গী, হরপিুর, ঠাকুরগাঁও সদর ও ভূল্লী উপজলোর বভিন্নি এলাকায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টরি সঙ্গে হালকা শলিাপাত হয়। তবে এতে এখন পর্যন্ত আমন ধানরে বড় ধরনরে ক্ষয়ক্ষতরি খবর পাওয়া যায়নি। বৃষ্টরি কারণে ধান কাটা, সংগ্রহ ও মাড়াইয়রে কাজে কছিুটা বঘি্ন ঘটছে।ে

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর হঠাৎ আকাশ মঘোচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। কোথাও কোথাও বৃষ্টরি সঙ্গে শলিাও পড়ে। আমন ধান ঘরে তোলার ব্যস্ত সময়ে এমন আকস্মকি আবহাওয়ার পরবির্তনে কৃষকদরে মধ্যে সাময়কি উদ্বগে দখো দয়ে।

রাণীশংকলৈ উপজলোর লহেমে্বা ইউনয়িনরে কৃষক অনকি হোসনে বলনে, সন্ধ্যায় বৃষ্টরি সঙ্গে হালকা শলিাপাত হয়ছে।ে তবে এতে আমন ধানরে তমেন কোনো ক্ষতি হয়নি।

বালয়িাডাঙ্গী উপজলোর লাহড়ী এলাকার কৃষক আবদুল জললি বলনে, সন্ধ্যার পর বৃষ্টরি সঙ্গে শলিা পড়লওে ধানরে মাঠে বড় ধরনরে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে ধান কাটার এই ব্যস্ত সময়ে বৃষ্টরি কারণে কৃষকিাজে কছিুটা বঘি্ন ঘটছে।ে

হরপিুর উপজলোর কাঁঠালডাঙ্গী এলাকার কৃষক আনোয়ার হোসনে বলনে, ‘এখন আমন ধান ঘরে তোলার চূড়ান্ত সময়। এ সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ থকেে ধান সংগ্রহ ও মাড়াইয়রে কাজে কছিুটা সমস্যা হচ্ছ।ে তাই যত দ্রুত সম্ভব ধান ঘরে তোলার চষ্টো করছনে কৃষকরো।’

একই ধরনরে কথা জানয়িছেনে ঠাকুরগাঁও সদর উপজলোর আখানগর এলাকার কৃষক আবদুল কাদরে ও ভূল্লী এলাকার রবউিল ইসলাম। তাঁদরে ভাষ্য, ধান কাটার মৌসুমে বৃষ্টি হলে স্বাভাবকিভাবইে কৃষকিাজে কছিুটা বঘি্ন ঘট।ে তবে বৃষ্টরি পরমিাণ কম হওয়ায় এবার বড় ধরনরে ভোগান্তিতে পড়তে হয়নি। তারপরও ধান শুকানো ও মাড়াইয়রে প্রস্তুতিতে কছিুটা বঘি্ন ঘটছে।ে

এ বষিয়ে ঠাকুরগাঁও কৃষি সম্প্রসারণ অধদিপ্তররে উপপরচিালক মোহাম্মদ মাজদেুল ইসলাম বলনে, জলোর ভূল্লী, গড়য়ো, রাণীশংকলৈ উপজলো ও বালয়িাডাঙ্গী উপজলোর ভানোর এবং হরপিুর উপজলোর কাঁঠালডাঙ্গী এলাকায় শলিাবৃষ্টরি খবর পাওয়া গছে।ে তবে এখন পর্যন্ত ফসলরে বড় ধরনরে ক্ষয়ক্ষতরি তথ্য পাওয়া যায়নি। মাঠপর্যায়ে খোঁজখবর নয়িে ক্ষয়ক্ষতরি প্রকৃত পরমিাণ নর্িপণ করা হব।ে

রাণীশংকলৈ উপজলো কৃষি কর্মকর্তা কৃষবিদি লায়লা আরজুমান বলনে, বুধবার সন্ধ্যায় উপজলোর নকেমরদ ও লহেমে্বা ইউনয়িনরে কয়কেটি এলাকায় হালকা বৃষ্টি ও শলিাবৃষ্টি হয়ছে।ে তবে এতে আমন ধানরে তমেন কোনো ক্ষতি হয়নি বলে প্রাথমকিভাবে জানা গছে।ে

© 2026 আপনার নডিজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।